মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

Web-www.sylhetboard.gov.bd

স্মারক নং ঃ সিশিবো/কঃ শাঃ/ভঃ বিঃ/২০১৬/১৬৫ তারিখঃ ১৬-০৫-২০১৬ খ্রিঃ।

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নংঃ শাঃ ৬/১৩ বিবিধ-২৮/২০০৭(অংশ-১)/৬০৫, তারিখঃ ১২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর আওতাভূক্ত স্কুল এন্ড কলেজ এবং কলেজসমূহে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১.০ সংজ্ঞা ঃ এই নীতিমালায়-

১.১ 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

১.২ 'কলেজ' বলতে অত্র শিক্ষা বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.৩ 'শিক্ষার্থী/প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২.০ ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ

২.১ ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ অনুষ্ঠিত এস. এস. সি. বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে;

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক শিক্ষার্থীর সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ **ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথা ঃ**

২.৩.১ বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;

২.৩.২ মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং

২.৩.৩ ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

৩.০ প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি ঃ

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এস. এস. সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে;

৩.২ বিভাগীয় এবং জেলা সদরের কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৮৯% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট আসনের মধ্যে ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য, ৩% বিভাগীয় এবং জেলা সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য, ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এর অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারী ও গভার্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য, ০.৫% বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি. কে. এস. পি.) এর জন্য এবং ০.৫% প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি উপর্যুক্ত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটার শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। শিক্ষা, বি. কে. এস. পি. এবং প্রবাসীদের সন্তান কোটার ক্ষেত্রেও ভর্তির সময় উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ ৩.৩.১ সমান জিপিএ প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে গ্রেড পয়েন্ট ও প্রাপ্ত নম্বর সমতুল্য করে হিসাব করা হবে;

৩.৩.২ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির ক্ষেত্রে সমান মোট নম্বর প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত/জীব বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে;

৩.৩.৩ দফা ৩.৩.২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় আনা হবে;